DIRECTORS' REPORT

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

পরিচালনা পর্ষদ উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব ও ৩৮তম বার্ষিক প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের নিকট পেশ করতে পেরে খুবই আনন্দিত। এই প্রতিবেদনের সঙ্গে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা সংযোজিত হয়েছে। আলোচ্য বছরে তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারা

মূলত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে দুর্বল চাহিদা এবং বাণিজ্য বিরোধের কারণে ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। COVID-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং এর ব্যাপক প্রতিকূল প্রভাব বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ২০২০ সালে নেতিবাচক অঞ্চলে ঠেলে দিয়েছে।ভাইরাস ছড়ানোর নিয়ন্ত্রনের জন্য বিশ্বব্যাপী সরকারগুলি দেশব্যাপী এবং আন্তর্জাতিক পরিবহণের চলাচলের ব্যাপক অবসান, লক-ডাউন, বিচ্ছিন্নতা এবং বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। ফলস্বরূপ, মহামারীটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গভীরতম বিশ্ব মন্দার সূত্রপাত করেছে এবং ২০২০ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ৪.৪ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে প্রক্ষেপন করা হচ্ছে। তবে, ২০২১ সালে কার্যকর আর্থিক এবং রাজস্ব উদ্দীপনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, সাধারণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পুনরুদ্ধার এবং অধিকাংশ দেশে মহামারীর বিলোপের কারনে প্রবৃদ্ধি ৫.২ শতাংশ বাড়বে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। উন্নত অর্থনীতিগুলিতে, ২০১৮ সালে ২.২ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে প্রবৃদ্ধি কমেছে ১.৭ শতাংশে এবং এটি ২০২০ সালে -৫.৮ শতাংশে এবং ২০২১ সালে ৩.৯ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হচ্ছে। উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি ৩.৩ শতাংশ হ্রাসের পূর্বাভাস রয়েছে এবং তারপরে ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধি ৬.০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালে ৩.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ছিল ২.২ শতাংশ। ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি আরও কমে -৪.৩ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৩.১ শতাংশে প্রত্যাবর্তিত হবে বলে প্রক্ষেপন করা হচ্ছে। ইউরো অঞ্চলে, প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালে ১.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে দাঁড়ায় ১.৩ শতাংশ এবং ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি আরও -৮.৩ শতাংশে নেমে ২০২১ সালে ৫.২ শতাংশে প্রত্যাবর্তিত হবে বলে প্রক্ষেপন করা হচ্ছে। তবে, যুক্তরাজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের ১.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে দাঁড়ায় ১.৫ শতাংশে এবং ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি আরও কমে দাঁড়ায় -৯.৮ শতাংশে। জাপানের অর্থনীতি ২০২০ সালে ৫.৩ শতাংশ সঙ্কোচন নির্ধারণ করা হয়। চীনে প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালে ৬.৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে দাঁড়ায় ৬.১ শতাংশ। চীনের প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে আরও কমে ১.৯ শতাংশে এবং ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.২ শতাংশ প্রক্ষেপন করা হচ্ছে। ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালে ৬.১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে দাঁড়ায় ৪.২ শতাংশ এবং ২০২০ সালে এটি আরও কমে -১০.৩ শতাংশে রূপ নেবে এবং ২০২১ সালে ৮.৮ শতাংশে উঠবে বলে প্রক্ষেপন করা হচ্ছে ।

বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ২০১৮ সালে ৩.৯ শতাংশের তুলনায় ২০১৯ সালে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র ১.০ শতাংশে। পণ্য ও পরিষেবাদির দুর্বল চাহিদার ফলে ২০২০ সালে এটি -১০.৪ শতাংশে এবং ২০২১ সালে ৮.৩ শতাংশে প্রক্ষেপন করা হচ্ছে ।

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০২০ অর্থবছরে বাস্তব জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.২ শতাংশের অনুমান করেছে, যা ২০১৯ অর্থবছরের ৮.২ শতাংশ থেকে অনেক কম ছিল। যদিও গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির হার রেকর্ড করেছে, তবে ২০২০ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাব জাতীয় অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে, যার ফলে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব অনুসরণ করে, সমস্ত বড় সেক্টরে কম প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে, ২০২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে সর্বাধিক ছিল।

বিবিএসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট দেশীয় পণ্য (জিডিপি) ২০২০ অর্থবছরে ৫.২ শতাংশ বেড়েছে, এবং ২০১৯ অর্থবছরে এটি ছিল ৮.২ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রে জিডিপির ১৩.৩ শতাংশ অবদান রেখেছে এবং এই খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১৯ অর্থবছরে ৩.৯ শতাংশের ভিত্তি থেকে ২০২০ অর্থবছরে ৩.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই বৃদ্ধি মূলতঃ মৎস্য, বন সম্পর্কিত পরিষেবা এবং পশুপালন উপ-খাতের বৃদ্ধি দ্বারা সমর্থিত ছিল। শিল্প খাত জিডিপির ৩৫.৪ শতাংশ অবদান রেখেছে, এবং ২০২০ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশ বেড়েছে, যা ২০১৯ অর্থবছরের ১২.৭ শতাংশ থেকে কম ছিল। এই বৃদ্ধি মূলত উৎপাদন এবং নির্মাণের বৃদ্ধির দ্বারা সমর্থিত

ছিল। কোভিড-১৯ এর ফলস্বরূপ, বৃহৎ এবং মাঝারি এবং ছোট আকারের উভয় শিল্প উপ-খাত যথাক্রমে ৫.৫ শতাংশ এবং ৭.৮ শতাংশ নিম্নরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় । সেবা খাত জিডিপির সবচেয়ে বেশি অংশীদার হিসাবে ২০২০ অর্থবছরে জিডিপির ৫১.৩ শতাংশ এই খাত থেকে এসেছিল, যা ২০১৯ অর্থবছরে ছিল ৫১.৪ শতাংশ। ২০২০ অর্থবছরে সেবা খাত ৫.৩ শতাংশ বেড়েছে যা ২০১৯ অর্থবছরের ৬.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম। ২০২০ সালের জুনে বারো মাসের গড় সাধারণ সিপিআই মূল্যস্ফীতি ৫.৭ শতাংশ উন্নীত হয়েছিল যা অর্থবছরে ২০২০ পর্যায়ক্রমে ভিত্তি ১৭ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার সীমা ৫.৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। ব্রড মানি (এম ২) প্রবৃদ্ধি ২০২০ অর্থবছর ১২.৭ শতাংশে ত্বরান্বিত হয়েছে, যা ২০১৯ অর্থবছরে ছিল ৯.৯ শতাংশ তবে অর্থবছর ২০২০ মুদ্রা কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা ১৩.০ শতাংশের সামান্য কম।

বেসরকারীখাতে ঋণের পরিমাণ ২০২০ অর্থবছরে ৮.৬ শতাংশ বেড়েছে, যা ২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৮ শতাংশের এবং অর্থবছর ২০১৯ এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ১১.৩ শতাংশের চেয়ে অনেক কম। তবে বেসরকারী খাতে ঋণের নিম্ন প্রবৃদ্ধি মূলতঃ ব্যাংকগুলির গুণগত ঋণ প্রদানে যোগ্য ঋণগ্রহীতার অভাব ও কোভিড-১৯ এর লকডাউনের কারনে। রপ্তানী অর্থবছর ২০২০ এ আমদানির চেয়ে বড় ব্যবধানে সঙ্কুচিত হয়েছিল। রপ্তানী কমেছে ১৭.১ শতাংশ এবং আমদানির হ্রাস ছিল ৮.৬ শতাংশ। ২০২০ অর্থবছরে মোট রপ্তানী ছিল ৩২,৮৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৯ অর্থবছরে ছিল ৩৯,৬০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, মোট আমদানি (এফ.ও.বি) ২০২০ অর্থবছরে ৫০,৬৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৯ অর্থবছরের ছিল ৫৫,৪৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । শ্রমিকদের রেমিটেন্স প্রবাহ ২০২০ অর্থবছরে ছিল ১৮,২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা চলতি হিসাবে উন্নত অবস্থার ভিত্তি তৈরি করে। অর্থবছর ২০২০ এর সামগ্রিক ভারসাম্য (৩,৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিগত আর্থিক বছরের তুলনায় বড় ব্যবধানে আর্থিক হিসাব তৈরি করে। ২০২০ সালের জুনের শেষে মোট আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৬,০৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ৮.৫ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান এবং শ্রমিকদের রেমিটেন্স যা ১০.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা রির্জাভের (মজুতের) মূল স্তম্ভ হিসাবে গঠিত।

২০২০ অর্থবছরে দুর্বল প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও, বাংলাদেশ সরকার ২০২১ অর্থবছরের জন্য বাস্তব জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৮.২ শতাংশ। এই বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি দেশীয় এবং বহিরাগত উভয় চাহিদা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা দ্বারা সমর্থিত। COVID-১৯ মহামারীটি ২০২০ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে ছড়িয়ে পড়ে পরিণামে ২০২০ সালের মে পর্যন্ত দেশব্যাপী লকডাউন (তালাবন্ধ) হয়ে যায়। লকডাউন সময়কালে অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, কারণ সরকার অফিস ও কারখানা বন্ধ করে দিয়ে পরিবহন নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তবে, সরকার তৎক্ষণাৎ বিশাল উদ্দীপনা প্যাকেজ হাতে নিয়েছিল যা অর্থনৈতিক ক্ষতির বিরুদ্ধে আপদকালীন সঞ্চয় হিসাবে কাজ করে।

ব্যাংকিং শিল্পের সম্ভাবনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থবছর ২০২০ এর জন্য তার আর্থিক নীতিমালা (এমপিএস) ঘোষণা করেছে। মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করার সাথে সাথে সকল প্রবৃদ্ধি সমর্থন প্রয়োজনের পক্ষে অবস্থানটি মূলত প্রসারিত এবং উপযুক্ত। অর্থবছর ২০২১ এমপিএস এর মূল লক্ষ্যগুলি হল মহামারীর প্রতিকূলতা থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং উৎপাদন ক্ষমতার পুনর্বাসন। এমপিএস কৃষি, সিএমএসএমই, এবং উৎপাদন শিল্পের মতো অগ্রাধিকার খাতগুলিতে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের একটি কৌশল গ্রহণ করে। সাধারণ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধার করতে সরকার ২০২০ সালের জুনে সাধারণ লকডাউন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। কঠোর স্বাস্থ্য নির্দেশিকা দিয়ে বিধিনিষেধকে ধীরে ধীরে সহজ করা কার্যকর করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। তবে, মহামারীটির পরবর্তী ব্যাপ্তিকাল এখনও অর্থনীতিতে মারাত্মক ঝুঁকির আশঙ্কা করছে।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড প্রথম প্রজন্মের বেসরকারী খাতের প্রথম সারির বাণিজ্যিক ব্যাংক। বর্তমানে ২৪১ টি শাখা, ১১ টি উপশাখা ও ২৭টি এটিএম বুথের মাধ্যমে দেশব্যাপী উন্নত সেবা প্রদান করে দেশের ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা গঠিত হয়েছে অভিজ্ঞ ব্যাংকারদের সমন্বয়ে যাদের রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মধারা

সন্তোষজনক অগ্রগতির ধারা বজায় রেখে উত্তরা ব্যাংক সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্য পূরণসহ সফলভাবে অধিক মুনাফা অর্জন করছে। আমানত সংগ্রহ, ঋণ ও অগ্রিম প্রদান, আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা, রেমিটেন্স ব্যবসা এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে শক্ত ভিত স্থাপনের মাধ্যমে উত্তরা ব্যাংকের কার্যক্রম গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করেছে। যার ফলে ব্যাংক আলোচ্য বছরে কর পরবর্তী সুষম মুনাফা প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

ব্যাংকের আর্থিক ফলাফল

চলমান প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে উত্তরা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা সর্বদাই তারল্য ব্যবস্থাপনা মুনাফা অর্জনও এর সাথে সমন্বয় সাধন করে আসছে। সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি গুনগতমান বৃদ্ধির উপরও ব্যবস্থাপনা দৃষ্টি দিচ্ছে। ব্যাংক পরিচালনায় দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও শক্তিশালী গ্রাহক ভিত্তি থাকায় আমাদের আর্থিক সূচকগুলো বছর প্রতি উন্নতির দিক নির্দেশ করছে। ব্যাংকের আর্থিক ফলাফলসমূহ নিম্নরূপঃ

সম্পদ

৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমান ছিল ২২,২৬০.০২ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৯,৩১৬.১৬ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১৫.২৪ শতাংশ। গ্রাহকের আমানত বৃদ্ধিই ব্যাংকের সম্পদ বৃদ্ধির মূল কারণ যা গ্রাহকদেরকে ঋণ প্রদান ও সিকিউরিটিজ ধারন করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

নগদ তহবিল

২০২০ সালে নগদ তহবিল দাঁড়িয়েছে ৩০৯.৭৬ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৩৬৩.৮২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও তার এজেন্টদের সাথে রক্ষিত স্থিতি

২০২০ সাল শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক ও তার এজেন্টদের কাছে গচ্ছিত নগদ স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১,১৮৭.২৪ কোটি টাকা যা পূর্ববতী ২০১৯ সালে ছিল ১১৬২.০৮ কোটি টাকা।

অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে রক্ষিত স্থিতি

২০২০ সাল শেষে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে গচ্ছিত নগদ স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৬৪৭.৫৮ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৭৬২.৪৩ কোটি টাকা।

বিনিয়োগ

ব্যাংক সর্বদা উচ্চ মুনাফাসম্পন্ন খাতে বিনিয়োগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত যুগপৎ বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত বজায় রাখার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড সরকারী সিকিউরিটিজের প্রাইমারী ডিলার। প্রাইমারী ডিলার হিসাবে Underwriting Commitment রক্ষার্থে নিলামে অবিক্রিত বন্ড/বিল ক্রয় করতে হয়। এছাড়াও ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে ছিল " বাধ্যতামূলক তারল্য সংরক্ষণ" যা মূলতঃ বিভিন্ন মেয়াদী সরকারী ট্রেজারী বন্ড ও ট্রেজারী বিল, প্রাইজ বন্ড এবং সরকার অনুমোদিত ডিবেঞ্চার ও আইসিবি শেয়ার। আলোচ্য বছরে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,১৩৪.৭৩ কোটি টাকা যা বিগত বছরের ২,৯৯০.৩১ কোটি টাকার চেয়ে ১৪৪.৪২ কোটি টাকা বেশী ।

৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে খাত ভিত্তিক বিনিয়োগের বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলো

বিনিয়োগের খাতসমূহ	(কোটি টাকায়)
ট্রেজারী বিল ও বন্ড	২,৪৭৭.৭১
আই সি বি (অনুমোদিত) শেয়ার ও ডিবেঞ্চার	০.৬৬
সাবর্ডিনেটেড বন্ড	৫৩৭.০০
কমার্শিয়াল পেপার	১৭.৭০
কর্পোরেট বন্ড	২০.০০
প্রেফারেন্স শেয়ার	৩০.০০
কোম্পানি শেয়ারে বিনিয়োগ - কোটেড	৪৯.০৮
কোম্পানি শেয়ারে বিনিয়োগ - আনকোটেড	২.২৫
অন্যান্য	০.৩৩
মোট	**৩,১৩৪.৭৩**

ঋণ ও অগ্রিম

নতুন শিল্প প্রকল্পে অর্থায়ন, চলতি মূলধন, ব্যবসায় অর্থায়ন ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং অন্যান্য খাতে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। পোর্টফলিও সুসংহত ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বিশেষ শ্রেণীর ঋণগ্রহীতার মধ্যে ঋণ প্রদান কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত না রেখে বহুমুখী খাতসমূহে নতুন সম্ভাবনাময় শিল্প উদ্যোক্তা বা উদ্যোগী ব্যবসায়ীকে ঋণ প্রদানের চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ২০২০ সালে ৭.৪০ শতাংশ অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০২০

সালের ডিসেম্বরে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩,৩৮৫.৪০ কোটি টাকা, যা ২০১৯ সালে ছিল ১২,৪৬৭.০৭ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে শাখা প্রতি গড় ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫.৫৪ কোটি টাকা। খাত ভিত্তিক সুষম ঋণের বন্টণের মাধ্যমে ব্যাংক তার পোর্টফলিও সুসংহত করেছে।

কৃষি ঋণ

কৃষি আমাদের সমগ্র অর্থনৈতিক উন্নতির মূল চাবিকাঠি। দেশের কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিপুল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন প্রকার কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড বর্তমানে প্রায় সকল শাখার মাধ্যমে অত্যন্ত সহজ শর্তে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষকদের সরাসরি কৃষিঋণ বিতরণ করছে। এক্ষেত্রে ভূমিহীন প্রান্তিকচাষী, বর্গাচাষী এবং কৃষিকাজে আগ্রহী নারী ও পুরুষ সকলে কৃষিঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কৃষি ঋণের খাতসমুহ হলো ফসলী ঋণ, সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, পশুসম্পদ, মৎস্য চাষ (চিংড়িসহ), শস্যগুদাম, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য। আলোচ্য বছর শেষে কৃষি খাতে বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩৩৯.৮১ কোটি টাকা যা বিগত বছরে ছিল ২৪২.৩৭ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ৪০.২০ শতাংশ।

এসএমই (SME) অর্থায়ন

সব ধরণের অর্থনীতিতে বিশেষভাবে উন্নয়ণশীল দেশের অর্থনীতিতে এসএমই খুবই গুরুচত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এসএমই খাতে বিনিয়োগ ব্যাংকের পোর্টফোলিও ঝুঁকি কমিয়ে আনতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পদ্যোগে (SME) অর্থায়ন উন্নয়শীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম চালিকাশক্তি। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিবিধান/দিক নির্দেশনা মেনে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগে অর্থায়ন এবং ভোক্তা অর্থায়ন এর ওপর জোর প্রদান করে চলেছে। ব্যাংকের কৌশল হচ্ছে এসএমই (SME) এর আওতাভূক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ের উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী এবং সেবা প্রদানকারীকে চলতি মূলধন ঋণ এবং মেয়াদী ঋণ দিয়ে সাহায্য করা।

২০২০ সালে ব্যাংক এসএমই সেক্টরে ২৭৫৯.০৮ কোটি টাকা বিতরণ করেছে তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ ছিল ১,৯৬৭.৬২ কোটি টাকা এবং মাঝারী ব্যবসা ঋণ ছিল ৭৯১.৪৬ কোটি টাকা। আলোচ্য বছর শেষে উক্ত সেক্টরে স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৬,৬০৬.০৬ কোটি টাকা যা বিগত ২০১৯ সাল শেষে ছিল ৬১০৬.৯৪ কোটি টাকা। ক্রেডিট পোর্টফোলিও বহুমুখীকরণ করার পাশাপাশি ঋণ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে এখন এসএমই সেক্টরে ঋণ প্রদানকে গুরচত্ব দেয়া হচ্ছে।

ভোক্তা ঋণ প্রকল্প:

৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরে ভোক্তা ঋণ প্রকল্পের স্থিতি ছিল ৯৮৫.০১ কোটি টাকা যার মধ্যে'উত্তরণ গৃহ ঋণ প্রকল্পের স্থিতির পরিমান ছিল ৯৩৭.৬০ কোটি টাকা, গৃহ ঋণ/ফ্ল্যাট ঋণ প্রকল্পের স্থিতির পরিমান ছিল ২৯.৪৫ কোটি টাকা, ক্রেডিট কার্ড খাতে ছিল ৯.৫১ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ভোক্তা ঋণ প্রকল্প সমূহে ছিল ৮.৪৫ কোটি টাকা। ২০১৯ সাল শেষে ভোক্তা ঋণের মোট স্থিতি ছিল ৮৫০.৫৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, ভোক্তা ঋণ প্রকল্প সমূহের ঋণ আদায়ের হার সন্তোষ জনক ।

দারিদ্র্য বিমোচন খাতে অর্থায়ন

ব্যাংক বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে উদ্যমী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে অগ্রাধিকার খাত ভিত্তিক বাণিজ্যিক ঋণ প্রদানের কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। এ উদ্দেশ্যে বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাংক হাঁস মুরগী পালন এবং মৎস্য ও পশুপালন খাতে ঋণ প্রদান করে আসছে। উক্ত খাতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সালে স্থিতি ছিল ১২.০০ কোটি টাকা।

নারী স্বনির্ভর ঋণ প্রকল্পে অর্থায়ন

উত্তরা ব্যাংক বিশ্বাস করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে নারীর সত্যিকারের ক্ষমতায়ন সম্ভব। ব্যবসা পরিচালনায় মহিলাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "নারী স্বনির্ভর ঋণ প্রকল্প" নামক একটি স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ব্যাংক অর্থায়ন করছে। ২০২০ সালে উক্ত খাতের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৬.৮৬ কোটি টাকা।

সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন

সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে বড় আকারের ঋণ অর্থায়ন করা হয় এবং ঋণের ঝুঁকি একাধিক ব্যাংকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ঋণ গ্রাহকগণ সহজেই বড় আকারের ঋণ সংগ্রহের সুযোগ পায় এবং এক প্রস্থ দলিল সম্পাদন করলেই চলে কিন্তু এর জন্য ঋণ গ্রহীতাকে একাধিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হয় না। ২০২০ সালে উক্ত খাতে উত্তরা ব্যাংকের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৫.৫৬ কোটি টাকা। উত্তরা ব্যাংক সিন্ডিকেট অর্থায়নে অংশগ্রহণকারী হিসাবে কাজ করছে।

কর্পোরেট অর্থায়ন

বড় এবং মাঝারী ধরণের কর্পোরেট ব্যবসাগুলোর জন্য ব্যাংকের রয়েছে বিস্তৃত সেবা। কর্পোরেট গ্রাহকের ব্যবসায়িক পরিবেশ, অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রবৃদ্ধির অভ্যন্তরীণ কৌশলের উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান সম্পর্ক বজায় রেখে তাদেরকে অর্থায়ন সাহায্য প্রদান করা হয়। ব্যাংক নিজস্ব অর্থায়ন অথবা সিন্ডিকেটেড/ক্লাব অর্থায়নের মাধ্যমে কর্পোরেট গ্রাহকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে। ব্যাংকের কর্পোরেট বিনিয়োগ, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়/শিল্পে খাতওয়ারী সুষম বন্টনের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত।

লিজ ফাইন্যান্স

শিল্প উদ্যোক্তাদের মূলধন যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জাম, কম্পিউটার এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিতে এই প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ঋণ সম্প্রসারনের লক্ষ্যে উত্তরা ব্যাংকে লিজ ফাইন্যান্সিং সেবা চালু রয়েছে। আলোচ্য বছরে উক্ত ঋণ হিসাবে স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৯.৯৮ কোটি টাকা যা বিগত বছরের তুলনায় ১.৪৫ কোটি টাকা বেশি।

এছাড়াও ব্যাংক যে সকল ক্ষেত্রে তার ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে সেগুলো প্রধানত আমদানি ও রপ্তানী, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ষ্টীল রি-রোলিং কারখানা, তৈরী পোষাক শিল্প, টেক্সটাইল, ভোজ্য তেল, সিমেন্ট কারখানা ইত্যাদি।

মন্দ ঋণ ব্যবস্থাপনা

ঋণের গুণগতমান বজায় রাখা ও তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ পর্যবেক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। সম্পদের উচ্চমান বজায় রাখার জন্য ব্যাংক সদা সচেষ্ট রয়েছে। ব্যাংকের গ্রাহকদের সন্তোষজনক ব্যবসায়িক লেনদেন ও সহ-জামানতের উপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি প্রদত্ত ঋণের গুণগতমান উন্নত রাখা এবং ঋণ শ্রেণীকৃত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস করার জন্য ঋণ তদারকি বিভাগের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে । ফলে ২০২০ সালে ব্যাংকের মন্দ ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৫০.৯৬ কোটি টাকা যা ২০১৯ সালে ছিল ৯৭৩.২৪ কোটি টাকা। মন্দ ঋণের পরিমান গত বছরের তুলনায় ১২২.২৮ কোটি টাকা কম।

দায়সমূহ

৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এ ব্যাংকের মোট দায় ছিল ২০,৫১৩.১১ কোটি টাকা যা আগের বছরের তুলনায় ১৫.৬ শতাংশ বেশী। গ্রাহক আমানত বৃদ্ধিই এর প্রধান কারণ ।

ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ

ব্যাংকের ট্রেজারী ডিভিশন মুদ্রা বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ/প্রদান করে থাকে। ২০২০ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ওভার নাইট ধারের পরিমাণ ১৭১.৯৯ কোটি টাকা যা বিগত বছরে ছিল ১৩৯.৩৭ কোটি টাকা। ব্যাংকের ধারের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ঋণের আওতায় পূনঃ অর্থায়ন ও মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে এসএমই ঋণের পূনঃ অর্থায়ন ইত্যাদি।

আমানত

ব্যাংকের তহবিলের প্রধান উৎস হচ্ছে আমানত। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১৮,১২৭.৫৫ কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করেছে যা ২০১৯ সালে ছিল ১৫,৬৯২.১২ কোটি টাকা। এ সময়ে আমানত বৃদ্ধি পায় ১৫.৫ শতাংশ। প্রতিযোগীতামুলক সুদের হার, আকর্ষণীয় আমানত প্রকল্পসমূহ, আমানত সংগ্রহের কার্যকর প্রচেষ্টা এবং ব্যাংকের উপর গ্রাহকদের আস্থাই আমানতের অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে।

মূলধন

আলোচ্য বছরে ব্যাংকের অনুমোদিত মুলধন ছিল ১০০০.০০ কোটি টাকা। ব্যাংকের ২০২০ সালে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৫০১.৯৪ কোটি টাকায়। ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৭৪৬.৯১ কোটি টাকা যা ২০১৯ সালে ছিল ১,৫৬৬.২২ কোটি টাকা।

বিধিবদ্ধ ও অন্যান্য সঞ্চিতি

আলোচ্য বছর শেষে ব্যাংকের বিধিবদ্ধ ও অন্যান্য সঞ্চিতি দাঁড়ায় ১,২৪৪.৯৭ কোটি টাকা যা বিগত বছরের ছিল ১,১৫৮.১৪ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫০ শতাংশ।

অন্যান্য দায়

২০২০ সালে ব্যাংকের অন্যান্য দায় ২,২১৩.৫৬ কোটি টাকা যা বিগত বছরের ১,৯১৮.৪৬ কোটি টাকা।

সুদ আয়

২০২০ সালে ব্যাংক ১,১১৫.৩৬ কোটি টাকা সুদ থেকে আয় করেছে যা ২০১৯ সালে ছিল ১,২৮৫.৬৬ কোটি টাকা। নিম্ন সুদ হার ও ব্যবসায়িক অঙ্গনে করোনার বিরূপ প্রভাবের কারনে ঋণ ও অগ্রিম হতে সুদ আয় কমেছে। এক্ষেত্রে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির হার ১৩.২৫ শতাংশ।

সুদ ব্যয়

২০২০ সালে ব্যাংকের সুদ ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৫৮৮.১৭ কোটি টাকা যা ২০১৯ সালে ছিল ৫৯২.২৪ কোটি টাকা। বিগত বছরের তুলনায় সুদ ব্যয় ০.৬৯ শতাংশ কম। ব্যাংকের সুদবিহীন ও নিম্ন সুদবাহী আমানত বৃদ্ধির কারণে সুদ খাতে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

নীট সুদ আয়

২০২০ সালে ব্যাংকে নীট সুদ আয় দাঁড়িয়েছে ৫২৭.১৯ কোটি টাকা যা ২০১৯ সালে ছিল ৬৯৩.৪২ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির ঋণাত্মক হার ২৩.৯৭ শতাংশ। মূলত ব্যবসায়িক অঙ্গনে করোনার বিরূপ প্রভাবের কারনে এমনটি হয়েছে।

বিনিয়োগ আয়

২০২০ সালে ব্যাংকের বেশীর ভাগ বিনিয়োগ ছিল দীর্ঘমেয়াদী বন্ডে যা হতে বিনিয়োগ আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০.৯৭ কোটি টাকা যা বিগত বছরে ছিল ২৮২.১৫ কোটি টাকা। বিগত বছরের তুলনায় বিনিয়োগ আয় ১৮.৮২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কমিশন, বিনিময় ও অন্যান্য আয়

আলোচ্য বছরে কমিশন, বিনিময় ও অন্যান্য খাতে ৫.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়ে আয় হয়েছে ৯০.২০ কোটি টাকা যা গত বছরে ছিল ৮৫.৪০ কোটি টাকা।

পরিচালন ব্যয়

২০২০ সালে ব্যাংকের মোট পরিচালন ব্যয় হয়েছে ৫৯৬.৮৩ কোটি টাকা যা ২০১৯ সালে ছিল ৬৪৯.৬৫ কোটি টাকা।

কর পূর্ব আয়

২০২০ সালে ব্যাংকের কর পূর্ব আয় ৩৭৩.৯০ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছর ছিল ৩৭১.৬৩ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার ০.৬১ শতাংশ।

কর পরবর্তী আয়

২০২০ সালে কর পরবর্তী আয় ছিল ২১৪.৩৫ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৮৭.০০ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১৪.৬৩ শতাংশ।

কার্যক্রমের ফলাফল ও মুনাফা উপযোজন

২০২০ সালে ব্যাংকের পরিচালনাগত মোট মুনাফা ৩৮৮.২৩ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৪৮০.৬৩ কোটি টাকা। ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট (Gross) আয়ের পরিমাণ ১,৫৭৩.২৩ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১,১৮৫.০০ কোটি টাকা।

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২০২০ সালের মুনাফা বন্টনের সুপারিশমালা নিম্নে প্রদত্ত হলো

(টাকার অঙ্কে)

বিবরণ	২০২০	২০১৯
কর পরবর্তী মুনাফা	**২,১৪৩,৫৩৮,৮৯৪**	**১,৮৬৯,৯৭৬,৮৬৬**
যোগ, পূর্ববর্তী বছরের রক্ষিত উদ্বৃত্ত	৬৫,২৫০,০২৯	৬৯,৫১৮,৯৯৩
বন্টনযোগ্য মুনাফা	**২,২০৮,৭৮৮,৯২৩**	**১,৯৩৯,৪৯৫,৮৫৯**
পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত বন্টন:		
বিধিবদ্ধ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর	৬৩৮,৫৭০,৮৬১	৪৫০,০০০,০০০
সাধারণ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর	-	২০০,০০০,০০০
প্রস্তাবিত লভ্যাংশ :		
স্টক লভ্যাংশ @ ১২.৫০% (২০২০), **২৩%** (২০১৯)	৬২৭,৪২৫,৯৮৮	৯৩৮,৫৮৮,৪৭০
নগদ লভ্যাংশ @ ১২.৫০% (২০২০), **৭%** (২০১৯)	৬২৭,৪২৫,৯৯০	২৮৫,৬৫৭,৩৬০
রক্ষিত উদ্বৃত্ত		**৬৫,২৫০,০২৯**

ঋনের বিপরীতে প্রভিশন

আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশোধিত নির্দেশনা মোতাবেক 1% Special General Provision for COVID-19 সহ ডিসেম্বর ২০২০ হিসাব অনুযায়ী শ্রেণীকৃত ও অশ্রেণীকৃত ঋণ এবং অগ্রিমের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান ৪৪৬.৮১ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যাংক ৪৪৭.০৫ কোটি টাকা সংরক্ষণ করেছে। উল্লেখ্য যে, শ্রেণীকৃত ও অশ্রেণীকৃত ঋণ ও অগ্রিম এবং অফ ব্যালেন্সশিট এক্সপোজার এর বিপরীতে ব্যাংকের আবশ্যকীয় সংরক্ষণের কোন ঘাটতি নেই।

কর প্রভিশন

আলোচ্য বছরের কর প্রভিশন দাঁড়িয়েছে ১৫৯.৫৪ কোটি টাকা যা গত বছরে ছিল ১৮৪.৬৩ কোটি টাকা। ইন্টারন্যাশনাল হিসাব মান (আই.এ.এস) ১২ অনুযায়ী আয় করের সংস্থান রাখা হয়েছে।

আই.এ.এস. এবং আই. এফ. আর. এস. এর প্রয়োগ

ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্টান্ডার্ড (আই.এ.এস) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যানশিয়াল রিপোর্টিং সিস্টেম (আই.এফ.আর.এস), ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টটেন্টস অব বাংলাদে (আইসিএবি) কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), বাংলাদেশ ব্যাংক, আই.এ.এস এবং আই.এফ.আর.এস প্রয়োগ বাধ্যমূলক করেছে। আমরা আমাদের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা ও পদ্ধতি পরিপালন করেছি।

লভ্যাংশ

৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য ১২.৫০ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ ও ১২.৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পেরে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ অত্যন্ত আনন্দিত। এই ঘোষণা ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতিক্রমে কার্যকর করা হবে।

ট্রেজারী কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক মানদন্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুসারে প্রণীত কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পলিসি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে অত্র ব্যাংকের ট্রেজারী বিভাগকে পুর্ণগঠিত করে তিন অংশে বিভক্ত করা হয়েছে ১। ট্রেজারী ফ্রন্ট অফিস ২। ট্রেজারী মিড অফিস এবং ৩। ট্রেজারী ব্যাক অফিস। নগদ তহবিল সংরক্ষণ (CRR) ও বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ (SLR) বজায় রেখে উদ্বৃত্ত তহবিলের সঠিক ব্যবহার ট্রেজারী বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। সরকারী ট্রেজারী বিল, ট্রেজারী বন্ড, সরকারী সিকিউরিটিজের প্রাইমারী ইস্যু এবং ইস্যু পরবর্তী সেকেন্ডারী মার্কেটে সেগুলোর ক্রয় বিক্রয়ের কার্যক্রম ট্রেজারী বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। আলোচ্য বছরেও ট্রেজারি কার্যক্রম প্রধানত স্থানীয় মুদ্রাবাজারকেন্দ্রিক ছিল, যার মধ্যে প্রাথমিকভাবে মেয়াদী বিনিয়োগ এবং আন্তঃব্যাংক চাহিবা মাত্র ঋণ গ্রহণ ও প্রদান উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ট্রেজারীর মানি মার্কেট বিভাগ Repo এবং Reverse Repo ইত্যাদি Product এর মাধ্যমে দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আলোচ্য বছরে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার এবং প্রাইমারী ডিলার (PD) হিসাবে বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং বিভিন্ন ঝুঁকির সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন রেগুলেশনও সংযোজিত হয়। তা সত্ত্বেও ব্যাংক দক্ষতার সাথে তার দেশীয় মুদ্রার চাহিদা পূরণ করছে। দেশের আর্থিক ও রাজস্বনীতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত Core Risk Management সম্পর্কিত নির্দেশনার আলোকে ব্যাংকের ট্রেজারী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মূলধন পর্যাপ্ততা

ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মূলধনের বিপরীতে রক্ষিত মূলধনের পরিমাণকে মূলধন পর্যাপ্ততা বুঝায়। ইহা একটি ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক চিত্রের প্রতিফলন ও দুঃসময়কালীন ঝুঁকির বিপরীতে আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং আস্থা অর্জনে রক্ষাকবজ। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের Tier-1 এবং Tier-2 হিসাবে আবশ্যকীয় মূলধন (MCR) Buffer সহ ১,৪৮১.৭৪ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যাংকের প্রকৃত মূলধন দাঁড়িয়েছে ১,৬৬০.৪৯ কোটি টাকা এবং উদ্বৃত্ত মূলধন ১৭৮.৭৫ কোটি টাকা। মুলতঃ ঋণ ও অগ্রিম বৃদ্ধির কারণে ২০২০ সালে ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ ৬৫৮.৭৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১,৮৫৩.৯০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ১২.৫০ শতাংশ হারের বিপরীতে ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততার হার দাঁড়িয়েছে ১৪.০১ শতাংশ। মূলধন সংরক্ষণের এই হার ব্যাংকের মজবুত মূলধন ভিত্তি নির্দেশ করে।

ব্যাসেল- ৩ বাস্তবায়ন

আর্থিক ও পরিচালনা ঝুঁকি যা কোন ব্যাংক সম্মুখীন হতে পারে এবং তা মোকাবিলা করতে হলে কত পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন তা নিরূপণ করা ব্যাসেল- ৩ এর লক্ষ্য। ব্যাসেল- ৩ কাঠামোর অধীনে ঝুঁকি ভিত্তিক মুলধন পর্যাপ্ততা বাস্তবায়ন সকল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে। বাসেল-৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূলধন পর্যাপ্ততার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশোধিত নীতিমালা বিভিন্ন স্তরের ঋণ ঝুঁকি এবং ব্যালেন্স শীট ও ব্যালেন্স শীট বহির্ভূত লেনদেনকে বিবেচনা করে থাকে। এটিকে

কার্যকর করতে ব্যাংকের মূলধনকে দু'টি প্রধান টিয়ার বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। টিয়ার-১ কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে কোর ক্যাপিটাল হিসেবে এবং টিয়ার-২ কে সাপ্লিমেন্টারী ক্যাপিটাল হিসেবে। সাপ্লিমেন্টারী ক্যাপিটাল মূলতঃ কোর ক্যাপিটাল বর্হিভূত অন্যান্য মূলধন সংক্রান্ত উপাদান যাহা ব্যাংকের শাক্তিশালী ভিত্তি নির্দেশ করে।

ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং

ECRL নামক দেশীয় একটি ক্রেডিট রেটিং কোম্পানীর মান নিরূপণ মোতাবেক উত্তরা ব্যাংক ৩১.১২.২০১৯ সাল ভিত্তিক ০৮.০৯.২০২০ তারিখের Surveillance Credit Rating এ দীর্ঘ মেয়াদী রেটিং দাঁড়িয়েছে AA (Very High Quality and Very Low Credit Risk) এবং স্বল্প মেয়াদী রেটিং দাঁড়িয়েছে ST-2 (High grade)। ব্যাংকের কতগুলো মৌল নিয়ামক যথা সম্পদের মান, মূলধন পর্যাপ্ততা, যুক্তিসংগত মুনাফা অর্জন ক্ষমতা, প্রয়োজনীয় তারল্য এবং বাজারে সীমিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ক্রেডিট রেটিং এর মান নিরূপিত হয়।

সেগমেন্ট প্রতিবেদন

২০২০ সালে উত্তরা ব্যাংক ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাফল্য নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলোঃ

(টাকার অঙ্কে)

বিবরণ	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	ইউ বি ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেষ্টম্যান্ট লিমিটেড	উত্তরা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড
মোট পরিচালনগত আয়	৯,৮৫০,৫৯৭,৩৬৬	৭,০২১,৮৩০	২৬,৮৫২,৯৪৪
মোট পরিচালনগত ব্যয়	(৫,৯৬৮,৩০৪,৩৮১)	(২৫৯,২৯৪)	(২৩,৯৯৬,২৪৫)
মুনাফা পূর্ব সঞ্চিতি	৩,৮৮২,২৯২,৯৮৫	৬,৭৬২,৫৩৬	২,৮৫৬,৬৯৯
মোট সঞ্চিতি	-	-	-
কর পূর্ববর্তী মুনাফা	৩,৭৩৮,৯৬৯,৯৮৫	৬,৭৬২,৫৩৬	২,৮৫৬,৬৯৯
কর সঞ্চিতি	(১,৫৯৫,৪৩১,০৯১)	(৩,৮৭১,৯৪৬)	(২,৭১৪,২৬৩)
কর পরবর্তী মুনাফা	২,১৪৩,৫৩৮,৮৯৪	২,৮৯০,৫৯০	১৪২,৪৩৬

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

ব্যাংক যে সমস্ত খাতে ঋণ দেয় তার মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রদত্ত ঋণ একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। ৩৯ টি বৈদেশিক বাণিজ্য শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের আস্থা অর্জন করতে অত্র ব্যাংক সক্ষম হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য তদারকি ও আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবসায় অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদেরকে প্রধান কার্যালয় ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অনুমতি প্রাপ্ত শাখাসমুহে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ব্যাংকের ৩৯ টি অনুমোদিত ডিলার শাখা আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে নিয়োজিত গ্রাহকদের বিবিধ চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে।

আমদানি বাণিজ্য

আলোচ্য বছরে আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কার্যক্রম সন্তোষজনক। আলোচ্য বছরে ব্যাংকের আমদানি ব্যবসা ৪৯২.৮১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬,১২৩.৫৮ কোটি টাকা, যা ২০১৯ সালে ছিল ৫,৬৩০.৭৭ কোটি টাকা।

রপ্তানী বাণিজ্য

২০২০ সালে রপ্তানি বাণিজ্য খাতে ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৬০২.২৪ কোটি টাকা, ২০১৯ সালে যার পরিমাণ ছিল ২,৩৩২.২২ কোটি টাকা । এই ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১১.৫৮ শতাংশ।

বৈদেশিক রেমিট্যান্স

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের পাঠানো টাকা গন্তব্যস্থলে পৌছানোর ক্ষেত্রে উত্তরা ব্যাংক সূচনালগ্ন থেকেই তৎপর। বৈদেশিক মুদ্রা দায় মেটানোর জন্য আন্তঃব্যাংক ঋণের ওপর ব্যাংকের যে নির্ভরশীলতা ছিল তা হ্রাসে রেমিটেন্স বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৯ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড করেসপন্ডেন্ট ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ করেছে। বিশ্বের গুরচত্বপূর্ণ দেশসমূহে অবস্থিত ৬৬ টি ব্যাংক এবং এক্সচেঞ্জ কোম্পানিগুলোর সাথে উত্তরা ব্যাংকের ড্রয়িং ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২০ সালে বৈদেশিক রেমিট্যান্স এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৪৫৮.৯৫ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৩,২৬৪.৯১ কোটি টাকা। এছাড়াও সুইফ্ট সিস্টেম (Swift System) ব্যবস্থায় বিশ্বব্যাপী উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর ৪৩৪ এর অধিক প্রতিনিধি ব্যাংকের মাধ্যমে বিশ্বস্ততার সাথে প্রবাসীরা দেশে টাকা পাঠাতে পারেন।

বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হিসাব

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্বদেশে প্রেরণ এবং তা তাঁদের পছন্দনীয় খাতে সঞ্চয়/বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড সঞ্চয়ী হিসাব প্রকৃতির প্রাইভেট ফরেন কারেন্সী (FC) একাউন্ট (ডলার, ইউরো ও পাউন্ড) মেয়াদী প্রকৃতির নন-রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট (NFCD) একাউন্ট এবং নিবাসী বাংলাদেশীর জন্য রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট (RFCD) একাউন্ট চলমান রয়েছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাঁদের বিদেশে অর্জিত আয় থেকে বৈদেশিক মুদ্রা স্বদেশে প্রেরণ করে বাংলাদেশী টাকায় ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে পাঁচ বছর মেয়াদে বিনিয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও রয়েছে ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ক্রয়ের সুবিধা।

বৈদেশিক প্রতিনিধি ও এক্সচেঞ্জ হাউজ

বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেন সহজীকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন বৈদেশিক সহযোগী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। করসপন্ডেন্ট ব্যাংকসমূহ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক অংশীদার। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ইতোমধ্যে বৈদেশিক বিনিময় বাণিজ্যে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। দেশে ব্যাংকিং চ্যানেলে অনিবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণে উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদের প্রেরিত অর্থ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে স্বচ্ছন্দে পাওয়ার লক্ষ্যে ব্যাংক বিশ্বের সুপ্রতিষ্ঠিত এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে ড্রয়িং এ্যারেঞ্জম্যান্ট এ সদা তৎপর। কার্যকরী ও সম্প্রসারিত শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং সুইফট (SWIFT) স্থাপনের ফলে আন্তঃব্যাংক মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছে এবং এর ফলে ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট দ্রুত ফান্ড প্রেরণ করতে পারছে। ৩১.১২.২০২০ তারিখে ব্যাংকের দেশে ও বিদেশে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা সহায়তার জন্য ব্যাংকের বৈদেশিক প্রতিনিধির মোট সংখ্যা ৪৩৪টি তে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে বিশ্বব্যাপী ৬৬ টি এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে ব্যাংকের রেমিট্যান্স ব্যবসা পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বনামধন্য মানি গ্রাম, ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন, ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ, ট্রান্স-ফাস্ট, ইউএইএক্সচেঞ্জ সেন্টার, ব্র্যাক সাজন এক্সচেঞ্জ, এনইসি মানি ট্রান্সফার ইত্যাদি। প্রেরিত অর্থ স্বল্প সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়ে ব্যাংকের ২৪১ টি অনলাইন শাখা ও ১১টি উপশাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংক সম্প্রতি 'রেমিটেন্স ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়ার নামক একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করেছে যার মাধ্যমে দ্রুত ও সহজে গ্রাহকরা রেমিটেন্স উত্তোলন করতে পারে।

পণ্য ও সেবা

সেবার মানোন্নয়নে ব্যাংক কাজ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। আমরা গ্রাহক চাহিদা সম্পর্কে সচেতন এবং তা পূরণে সচেষ্ট। উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের গ্রাহক সেবায় উৎসাহিত করা। ব্যাংক শুরচ থেকে বেশ কিছু আর্থিক প্রকল্প চালু করেছে। এগুলোর মধ্যে একদিকে রয়েছে আমানত সংগ্রহের জন্য মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, দ্বিগুন মুনাফা সঞ্চয় প্রকল্প, ডিপোজিট সঞ্চয় প্রকল্প, উত্তরণ বিবাহ সঞ্চয় প্রকল্প, উত্তরণ স্বপ্ন পূরণ সঞ্চয় প্রকল্প, উত্তরণ শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প, স্কুল ব্যাংকিং, এফডিআর এবং এসএনডি ইত্যাদি এবং অন্যদিকে সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ঋণ, উত্তরণ- কনজুমার ঋণ, উত্তরণ ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ, উত্তরণ গৃহসংস্কার ঋণ ও লীজ ফাইন্যান্সিং, এসএমই (SME) অর্থায়ন ইত্যাদি। এছাড়াও তথ্য- প্রযুক্তি নির্ভর কতিপয় ইলেকট্রো ব্যাংকিং পণ্য সেবাও ব্যাংক প্রবর্তন করেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল UBL ATM/VISA ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড, এসএমএস ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, লকার সার্ভিস, ই-টেন্ডারিং ইত্যাদি যার মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকদের ২৪ ঘন্টা ব্যাপী সেবা প্রদান করে থাকে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি গতিময় কার্যপ্রণালী যা ব্যাংকের দর্শন, কৃষ্টি ও নানাবিধ কার্যাবলীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতিগতভাবেই ঝুঁকি সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। একারণেই ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থাপনা কাঠামো থাকতে হয় যাতে যে কোন লেনদেন উদ্ভূত ঝুঁকি থেকে ব্যাংককে রক্ষা করা যায়। উত্তরা ব্যাংক ব্যাংকিং ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঝুঁকিগুলোর গুরচত্ব সম্পর্কে সবসময় সচেতন। ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি গুরচত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও যথাযথভাবে ঝুঁকির ছয়টি ক্ষেত্র নির্ণয় করেছে এবং এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার কার্যকর পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করেছে। ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলো হলো নিম্নরূপঃ

- ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা
- বৈদেশিক বিনিময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ
- অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ও নীতিমালা পরিপালন
- আইসিটি নিরাপত্তা ঝুঁকি

বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে ঝুঁকি কার্যকর ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। তাই সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক নিম্নোক্ত উপায়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু রেখেছে।

ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঋণ গ্রহীতা, ইস্যুকারী, প্রতিপক্ষ বা গ্রাহকগণের ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা/অক্ষমতা হতে যে ঝুঁকির উদ্ভব ঘটে তাকে ঋণ ঝুঁকি বলা হয়। প্রত্যক্ষ ঋণ এবং সম্ভাব্য দায় এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাংক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। ঋণ ঝুঁকি এমন একটি ঝুঁকি যেখানে ঋণ গ্রহীতা ব্যাংক প্রনীত বিধিনিষেধ/বাধ্যবাধকতা যথাযথ অনুসরনে ব্যর্থ হলে ঋণ খেলাপী হয়ে পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে আমাদের মূলনীতি হল প্রত্যেক গ্রহীতার ঋণ ঝুঁকি চিহ্নিত করে তার পরিমাপ করা, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং পোর্টফোলিও পর্যায়ে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্দেশাবলী প্রয়োগ করা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড সবসময়ই স্থায়ী অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে গুরুচত্বপূর্ণ বলে মনে করে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুসারে উত্তরা ব্যাংকের নিজস্ব ঋণনীতি চালু রয়েছে। শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকিং ব্যবসায়ের একক হচ্ছে শাখাসমূহ। শাখা পর্যায়ে রিলেশনশিপ ম্যানেজার কর্তৃক ঋণ আবেদন মূল্যায়ন শেষে ব্যবস্থাপকের ঋণ অনুমোদন সীমার মধ্যে থাকলে অনুমোদনের জন্য শাখা ব্যবস্থাপক বরাবর পেশ করা হয় । যদি সেটি ব্যবস্থাপকের এখতিয়ার বহির্ভূত হয় তবে তা রিলেশনশিপ ম্যানেজারের সুপারিশসহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তার ব্যবসায়িক অনুমোদন সীমার মধ্যে থাকা ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন দেন অন্যথায় তার সুপারিশসহ ঋণ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের কর্পোরেট ব্যাংকিং ডিভিশনে প্রেরণ করেন। সেখানে ঋণ প্রস্তাবটি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর প্রেরণ করা হয় ক্রেডিট ডিভিশনের ঋণ অনুমোদন শাখায়। ব্যাংকের ঋণনীতির আলোকে ঋণ প্রস্তাবটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে Credit Approval Department উপযুক্ত ঋণ আবেদন সমূহ Credit Committee তে পেশ করে এবং Credit Committee এর সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। উল্লেখ্য যে, ঋণের অনুমোদনের ক্ষমতা বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহীদের নিকট দেয়া আছে। ঋণের আবেদন যদি তাঁদের ক্ষমতা বর্হিভূত হয় তবে তা উহা উর্ধ্বতন ব্যবপস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অথবা পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটিতে মঞ্জুরের জন্য পেশ করা হয়।

সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা

ব্যাংক ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে এর সম্পদ ও দায়ের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা। সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা কমিটি (অ্যালকো) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনাকে ঝুঁকি কাঠামোর ভিতরে সঠিক ভাবে সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সম্পদ দায় ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যাংকের স্থিতিপত্র ও তারল্যকে ঘিরে সম্ভাবনা ও ঝুঁকি নিয়ে নিয়মিত বৈঠক করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিদের্শনা অনুসারে ব্যাংক নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে Asset Liability Committee গঠন করেছে।

* ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী
* উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বৃন্দ
* চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার
* ট্রেজারী বিভাগের প্রধান
* আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান
* BCCSD বিভাগের প্রধান
* রিস্ক ম্যানেজম্যান্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধান ও
* এ্যাসেট লায়াবিলিটি ডিপার্টমেন্টের ইনর্চাজ

মাসে কমপক্ষে একবার মিলিত হয়ে এই কমিটি প্রধানত অর্থনেতিক এবং সামগ্রিক বাজারের মুদ্রা পরিস্থিতি ঝুঁকি, Balance Sheet সর্ম্পকিত তারল্য সংকট ঝুঁকি, ট্রান্সফার প্রাইসিং, আমানত ও ঋণের সুদের হার সম্পর্কিত ঝুঁকি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি সহ বিভিন্ন গুরচত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করে থাকে।

বৈদেশিক বিনিময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

দেশে এবং বিদেশে বিদ্যমান বিনিময় হারের কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য ঝুঁকির উদ্ভব হয়। বাজার ভিত্তিক টাকায় মান নির্ধারণ পদ্ধতি চালু করার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং একইসাথে ঝুঁকিও বেড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যের তারতম্যের কারণে বৈদেশিক বিনিময় খাতে সম্ভাব্য আয়ের হ্রাস বৃদ্ধির ঝুঁকি থাকে। এই জন্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গুরচত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকের ট্রেজারী বিভাগের Front Office বৈদেশিক বিনিময় কার্যক্রমের বাজার মূল্য নির্ধারণ ও ঝুঁকি হ্রাস এবং Back Office সকল প্রকার লেনদেনের নিষ্পত্তি ও সমন্বয় সাধনের জন্য সচেষ্ট রয়েছে। এর ফলে ব্যাংকের ট্রেজারী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ

মানি লন্ডারিং সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য প্রচন্ড হুমকি হিসেবে পরিচিত একটি ফৌজদারী অপরাধ। AML/CFT কার্যক্রম জোরদারে বাংলাদেশ সরকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২(২০১৫ সালে সংশোধিত) ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ (২০১২ ও ২০১৩ সালে সংশোধিত) কার্যকর করেছে। এছাড়াও ব্যাংকিং সেক্টরে ২০১২ সালে Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) গঠিত হয় যা বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার ইস্যু করে এবং ২০১৫ এর সেপ্টেম্বরে " ব্যাংকিং সেক্টরে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রানী অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যস্থাপনা নির্দেশিকা" ইস্যু করেছে। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মত উদ্বেগজনক ক্রমপ্রসারমান বিষয়টি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নানাভাবে নিজেদের সক্রিয় রেখেছে। দেশে বিদেশে হুন্ডি এবং অবৈধভাবে অর্থ পাচার রোধে ব্যাংক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ব্যাংক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং বিরোধী প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। মানি লন্ডারিং রোধে ব্যাংক "আপনার গ্রাহককে জানুন" (KYC) এবং Transaction Profile (TP) চালু করেছে, যা মুদ্রা পাচার রোধে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা মোতাবেক ব্যাংক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে করণীয় বিষয় বা নির্দেশিকা পত্র প্রণয়ন করেছে এবং তা রোধকল্পে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং নীতিমালা পরিপালন

পরিচালনা পর্ষদের অডিট কমিটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ, নিরীক্ষা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করে থাকে। ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে ব্যাংকের ঝুঁকি প্রত্যাশিত সীমা বা মাত্রায় রেখে এর যাবতীয় নীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। মূল ঝুঁকি সমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নীতিমালা পরিপালন নিশ্চিত করণে উত্তরা ব্যাংক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং নীতিমালা পরিপালন বিভাগ নিয়মিত বিরতিতে শাখা সমূহের কার্যাবলী পরিদর্শন করে থাকেন।

আইটি নিরাপত্তা ঝুঁকি

তথ্য প্রযুক্তি ব্যাংকিং শিল্পে এক আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। অধিকন্তু তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তি পদ্ধতি ব্যাংক তথা গ্রাহক এবং বিভিন্নপক্ষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এ ব্যাংকিং সেবা প্রদানসহ সকল কর্মকান্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক ব্যবহারজনিত কারণে এতদসংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়ে অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে ব্যাংকের আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রাহক সেবা

গ্রাহকদের প্রয়োজনই ব্যাংকের প্রধান অগ্রাধিকার এবং কোম্পানী দর্শন হচ্ছে গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করা যারা ব্যাংকের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে দূত হিসেবে কাজ করে। গ্রাহকদের সমস্যার পূর্নাঙ্গ সমাধানের নিশ্চয়তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ব্যাংক সম্মানিত গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করে আসছে। সেবাই হলো উত্তরা ব্যাংকের সাফল্যের প্রধান চালিকা শক্তি।

ব্রান্ড ইমেজ

সমাজের সকল স্তরেই রয়েছে উত্তরা ব্যাংকের গ্রাহক। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকের শ্লোগান "আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত" সমুন্নত রাখতে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিজস্ব প্রনোদনা রয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের সকল কর্মকান্ডে ব্যাংকের শ্লোগান সমুন্নত রাখাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এটা সকল স্টেক হোল্ডারদের মাঝে একটি আলাদা ভাবমূর্তি সংযোজন করেছে।

তথ্য ও প্রযুক্তি

ব্যয় ও ঝুঁকি কমাতে এবং উন্নত গ্রাহক সেবার জন্য সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য শাখাসমূহের ব্যাংকিং কার্যক্রমের কম্পিউটারাইজেশন করা হয়েছে। শাখাসমূহ দিনের শেষে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে সক্ষম। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৯ তারিখ ১৭.০৯.২০১৫ অনুযায়ী ICT Security Policy of Uttara Bank Limited নামক ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি গাইডলাইন রয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাবরেটরি

বর্তমান আধুনিক সময়ের ব্যবসা ও লেনদেনের জন্য তথ্য এবং প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। তথ্য এবং প্রযুক্তিখাতে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার নিয়ে ব্যাংকের নিজস্ব (ইষ্টার্ণ প্লাস বিল্ডিং) ১৪৫ শান্তিনগরে কম্পিউটার ল্যাবরেটরির প্রতিষ্ঠা করা হয়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ উক্ত ল্যাবে বেশ কয়েকটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে।

অনলাইন ব্যাংকিং

আজকের প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং বাজারে সম্মানিত গ্রাহক এবং স্টেকহোল্ডারদের কে উন্নত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। ব্যাংকের বিভিন্ন সেবা ও কার্যাবলী অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভাল ও দ্রুত সেবা প্রদান এবং ক্রমবর্ধমান গ্রাহক চাহিদার ভিত্তিতে ব্যাংক ২০১২ সালে "Bank Ultimus" নামক Core Banking Solution (CBS) Software গ্রহণ করেছে ও ২০১৩ সাল হতে ব্যাংকের সবগুলো শাখা ও উপশাখা অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ব্যাতিরেকে উন্নত ও নিরবচ্ছিন্ন গ্রাহক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

বিইএফটিএন

ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম হল পেমেন্ট ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে আধুনিক মাধ্যম। উত্তরা ব্যাংক সাফল্যের সাথে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের মাধ্যম কেন্দ্রীয়ভাবে রেমিটেন্স দেশে এবং দেশের বাইরে সরবরাহ করতে পারে এবং বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অংশীদারী ব্যাংকগুলোর পেমেন্ট সেটেল করতে পারে।

আরটিজিএস

স্থানীয় ও বিদেশী উভয় প্রকার মুদ্রার উচ্চ মূল্যের আন্তঃব্যাংক লেনদেন প্রকৃত সময়ে (Real Time) ও মোটা দাগে (Gross Basis) সম্পন্ন করার কার্যকরী সিস্টেম এর নাম আরটিজিএস। এতে কোন অপেক্ষা সময় (waiting time) থাকে না এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের নিকট রক্ষিত হিসাবে কোন প্রকার সমন্বয় (Netting) ব্যতিত ব্যাংক সমুহের শুধুমাত্র জমা (Credit Transaction) সমুহ একটি একটি করে (One to one basis) সম্পন্ন করে থাকে কিন্তু অন্যান্য পেমেন্ট সিস্টেমসমূহ ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় প্রকার লেনদেন নিষ্পন্ন করে থাকে।

ই-মেইল ও ইন্টারনেট

সর্বোপরি বৈদেশিক বাণিজ্যে দ্রুততম সেবা প্রদানের জন্য প্রধান কার্যালয় ও সকল শাখা সমুহ E-Mail ও Internet এর আওতায় এসেছে । বর্তমানে শাখাসমূহ ও প্রধান কার্যালয়ের মধ্যকার প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অধিকাংশই ই-মেইলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যা অত্যন্ত দ্রচত নিরাপদ ও কার্যকর ।

SWIFT

বর্তমানে ব্যাংকের আন্তর্জাতিক বিভাগসহ ৩৯ টি অনুমোদিত ডিলার শাখা SWIFT এর আওতায় রয়েছে। এই সিস্টেমের (System) সাথে যুক্ত হবার ফলে ব্যাংক বিশ্বব্যাপী ঋণপত্র প্রেরণ, তহবিল স্থানান্তর, বার্তা বিনিময়সহ অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রম তাৎক্ষনিকভাবে কম খরচে নিরাপদে এবং বিশ্বস্ততার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে।

REUTERS

আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার পরিস্থিতির প্রতিমূহর্তের সঠিক তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ ডিলিং রুমে রয়টার এর সর্বাধুনিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোডাক্ট Reuters- 3000 Xtra এবং Reuters Dealing System (RDS) কাজ করে চলেছে। ফলে ব্যাংক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞ জনশক্তি সমৃদ্ধ ট্রেজারী বিভাগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের ট্রেজারী সার্ভিস প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে।

এটিএম (ATM) সার্ভিস

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এটিএম (ATM) কার্ড সুবিধা প্রবর্তন করেছে যা UBL- ATM/VISA ডেবিট কার্ড নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে গ্রাহকবৃন্দ ২৪ ঘন্টা ব্যাপী নগদ টাকা ওঠানোর সুবিধা পাচ্ছেন। প্রায় সকল Q-Cash এটিএম বুথ ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড এবং ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড সহ অনেক ব্যাংকের এটিএম বুথ এর মাধ্যমে এই সুবিধা চালু রয়েছে। ব্যাংকের ঢাকার মতিঝিল, শান্তিনগর, আজিমপুর, দারুস সালাম রোড, বাড্ডা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল মিরপুর, দক্ষিণ বনশ্রী, তালতলা খিলগাঁও, কলাবাগন, উত্তরা, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এবং কাফকো, সিলেটের আম্বরখানা এবং জিন্দা বাজার, খুলনার কেডিএ এবং দৌলতপুর, যশোর রেল রোড, মেহেরপুর সদর, রাজশাহী ষ্টেশন রোড, কিশোরগঞ্জের ভাগলপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, বগুড়া, জয়পুর হাটের বটতলী বাজার, নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া, ভোলার দৌলতখান ও জনতা জুট মিলস লিমিটেড, পলাশ, নরসিংদীতে মোট ২৭ (সাতাশ) টি নিজস্ব এটিএম বুথ রয়েছে। নতুন নতুন বুথ স্থাপন ও তৎসংক্রান্ত সেবা সম্প্রসারণের বিষয়টি ব্যাংকের পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

ওয়েবসাইট

ব্যাংকের একটি নিজস্ব ওয়েব সাইট রয়েছে যার ঠিকানা (Address): www.uttarabank-bd.com. এই ওয়েবসাইটে ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষিত থাকে। আমাদের প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ (ICT) ওয়েবসাইটটি পরিচালনা করে।

আন্তঃ শাখা লেনদেন হিসাব সমন্বয়

আন্তঃশাখা লেনদেন হিসাব (শাখাসমূহ ও প্রধান কার্যালয়ের মধ্যে সংঘটিত লেনদেনসমূহ) ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজকর্মের গুরচত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে এবং তাই নিয়মিতভাবে এই লেনদেনসমূহ সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। প্রযুক্তির সহায়তা ব্যাতিরেকে হাতে হাতে এই কাজটি সম্পন্ন করা অত্যন্ত দুরূহ এবং এ ক্ষেত্রে কোন ভুল ব্যাংককে আর্থিক ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে। এটি বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংক একটি যুগোপযোগী সফটওয়ার গ্রহণ করেছে এবং ২০১৩ সাল হতে উক্ত সফটওয়ার এর সাহায্যে ব্যাংকের ক্রম বর্ধমান আন্তঃশাখা লেনদেন সমূহ অতি দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সময়ের কাজটি করে যাচ্ছে।

কর্পোরেট সুশাসন

দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা ও সুন্দর তদারকী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসনিক সুশাসন জোরদার করা ব্যাংকের মূলনীতিগুলোর অন্যতম। কর্পোরেট সুশাসন এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে উত্তরা ব্যাংক সফলভাবে একটি শক্তিশালী কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠার নীতি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান যুগে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্ববোধ গ্রহনযোগ্য কর্পোরেট আচরণের নুন্যতম মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড কমিশনের প্রদত্ত কর্পোরেট সুশাসন বিধিবিধান পরিপালন সুনিশ্চিত করে থাকে। কর্পোরেট সুশাসন নিদিষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

উত্তরা ব্যাংক দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে এবং সমাজ ও পরিবেশের প্রতি অবদান রেখে চলছে। একটি প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতার সাথে ব্যবসা করা এবং দেশের আর্থিক উন্নয়নে অবদান রাখার নিরবিচ্ছিন্ন অঙ্গীকারই কর্পোরেট দায়বদ্ধতা। এ ধরণের কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবার এবং সাথে সাথে পুরো সমাজেরই জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে। উত্তরা ব্যাংক লিঃ সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীকে তার সংস্কৃতি, স্বকীয়তা এবং ব্যবসা পরিচালনার মূল নীতিমালার একটি গুরত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচনা করে। জাতি এবং জনগনের প্রতি রয়েছে ব্যাংকের গভীর অঙ্গীকার, আনুগত্য ও সুবিশাল দায়িত্ববোধ। এক্ষেত্রে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিত কঠোর নিয়মাচার সব সময় উত্তরা ব্যাংক অনুসরণ করে। অভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে দেশের সকল দুর্যোগ, শিল্প-সংস্কৃতি ও খেলাধুলার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক পর্যাপ্তভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। আলোচ্য বছওে ব্যাংক এই খাতে ৭.৯২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

গ্রীন ব্যাংকিং

গ্রীন ব্যাংকিং হচ্ছে পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যাংকিং উদ্যোগ। গ্রীন ব্যাংকিং উন্নয়নে আমাদের ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা উদারভাবে অবদান রেখে চলছে। দুরদর্শিতাপূর্ণ এবং সময়োচিত পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাংক এর ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সংযুক্ত করেছে বেশ কয়েকটি গ্রিন ব্যাংকিং প্রকল্প যা পরিবেশ এবং সমাজের জন্য খুবই লাভজনক। ঋণ প্রদানে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধিনিষেধ মেনে চলি। আমরা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক কোন প্রকল্পে অর্থ যোগানের বিরচদ্ধে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করা আমাদের বিনিয়োগ নীতির অংশ। ব্যাংক ইতোমধ্যে ১৫৪.১৮ কোটি গ্রীন ব্যাংকিং খাতে অর্থায়ন করেছে যা ২০১৯ সালে ছিল ১৫১.৫৯ কোটি টাকা।

শাখা সমূহের আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন

সর্বাধিক শাখা সম্বলিত দেশের বেসরকারী ব্যাংকগুলোর মধ্যে উত্তরা ব্যাংক অন্যতম। বর্তমানে ব্যাংক দেশের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রে মোট ২৪১ টি শাখা ও ১১ টি উপশাখার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যবসায়িক সুবিধা বিবেচনায় এনে নবসাজে সজ্জিত নতুন ভবনে শাখা স্থানান্তর এবং পুরাতন শাখা ব্যবসায়িক ও সময়ের চাহিদা মোতাবেক নবরূপে রচিসম্মতভাবে সজ্জিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০২০ সালে ব্যবসা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ব্যাংক পাবনার ভাঙ্গুরায় ০১ টি নতুন শাখা ও রাজশাহীর কেশরহাটে ০১ টি নতুন শাখা করে সর্বমোট ০২(দুইটি) নতুন শাখা স্থাপন করেছে। এছাড়াও নেত্রকোনা শাখার অধীনে দূর্গাপূরে ০১(একটি) ও কলমাকান্দায় ০১(একটি) করে মোট ০২(দুইটি) উপশাখা, ইপিজেড শাখার অধীনে কালিয়াকৈরে ০১(একটি) উপশাখা, ভাগলপুর শাখার অধীনে কুলিয়ারচরে ০১(একটি) উপশাখা, তজুমুদ্দীন শাখার অধীনে কুঞ্জেরহাটে ০১(একটি) উপশাখা, সন্দ্বীপ শাখার অধীনে শিবেরহাটে ০১(একটি) উপশাখা ও পাবনা শাখার অধীনে সুজানগরে ০১(একটি) উপশাখা মিলিয়ে মোট ০৭(সাতটি) উপশাখা স্থাপন করেছে।

যানবাহন

২০২০ সালে ব্যাংকের যানবাহনের সংখ্যা ছিল ৯৯ টি। যানবাহনগুলো মূলতঃ ফিডিং শাখা থেকে অন্যান্য শাখা সমূহে ক্যাশ বহনের জন্য এবং কর্মকর্তাদের আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। যানবাহন বাবদ আলোচ্য বছরে খরচ হয় ৪.১৫ কোটি টাকা যা ২০১৯ সালে ছিল ৪.২৬ কোটি টাকা।

ব্যাংক ভবন

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের নিজস্ব ১৮ তলা সুরম্য প্রধান কার্যালয় ভবনটি মতিঝিলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত যা ব্যাংকের স্থায়িত্ব ও ঐতিহ্যের প্রতীক। ভবনটিতে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও কর্পোরেট শাখা কাজ করে যাচ্ছে । ব্যাংকের অন্যান্য নিজস্ব ভবন সমূহের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় কার্যালয়, ইস্টার্ণ প্লাজা শাখা, হোটেল ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল শাখা, দারচস-সালাম রোড শাখা, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, রমনা শাখা, ঢাকা উত্তর আঞ্চলিক অফিস, সাত মসজিদ রোড শাখা, সাভার শাখা, মৌলভীবাজার শাখা, ঢাকা, ইস্টার্ন প্লাস (১৪৫ শান্তিনগর) ঢাকায় অবস্থিত ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, ইস্টার্ণ টাওয়ার বিল্ডিং এ ইস্কাটন শাখা এবং মানিকগঞ্জ জেলাধীন নব গ্রাম শাখা, খুলনায় আঞ্চলিক অফিস ও কে ডি এ শাখা, রাজশাহীর সাহেব বাজার শাখা, সিলেট আঞ্চলিক অফিস এবং আম্বরখানা শাখা, সিলেট, ময়মনসিংহে আঞ্চলিক অফিস ও ময়মনসিংহ শাখা।

ব্যাংকের নিজস্ব অডিটোরিয়াম

প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/আলোচনাসভার জন্য একটি বড় আয়তনের স্পেস এর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অত্যাধুনিক সুবিধাসহ ব্যাংকের নিজস্ব ভবন (ইষ্টার্ন প্লাস বিল্ডিং) ১৪৫ শান্তিনগরে ৩০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামের সূচনা করেন। অডিটোরিয়ামে ব্যবস্থাপকদের সম্মেলন, কর্মশালা ও প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ণ ও প্রশিক্ষণ

ব্যাংক এর নিয়মিত প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্ত হচ্ছে দক্ষ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনশক্তি। এ লক্ষ্যে তাদের দক্ষতা, জ্ঞান এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যাংক বদ্ধপরিকর মানবসম্পদ উন্নয়ণ কৌশল এর মূল হচ্ছে নিয়মিত ব্যবসায় উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সেবা গ্রহীতা, শেয়ার হোল্ডার, স্টেক হোল্ডার, কর্মী এবং সমাজকে দক্ষ মানব সম্পদ দ্বারা ভাল সেবা দিয়ে আস্থা অর্জন করা। সারা বছর যাবৎ ধারাবাহিক ভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। ব্যাংকিং খাতের সাম্প্রতিক উন্নয়ণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের ওয়াকিবহাল রাখার জন্য ব্যাংক নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করে যাচ্ছে।

জনশক্তির গুনগত মানোন্নয়ণ ও তাদেরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ব্যাংকের নিজস্ব ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে সারা বছর ধরে বহুমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। ইনষ্টিটিউটের সুশিক্ষিত অনুষদ সদস্য ছাড়াও ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ অতিথি বক্তারূপে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া আরও উন্নতপ্রশিক্ষণের জন্য বিআইবিএম সহ দেশের পেশাগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ও বিদেশে ব্যাংকের নির্বাহী এবং কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন।

২০২০ সালে ব্যাংকের নিজস্ব ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে ১৪ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় ৪১৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অপরদিকে বিআইবিএম (BIBM) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালা/ সেমিনারে ব্যাংকের ২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকে ১০ জন কর্মকর্তা, ৯ জন নির্বাহী/কর্মকর্তা আলোচ্য বছরে অন্যত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট কর্মীদের জ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার আদান প্রদানসহ ব্যাংকিং জগতের জটিল কার্যক্রমের বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

মানব সম্পদ

মানব সম্পদই ব্যাংকের প্রকৃত সম্পদ। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবদানের জন্য আমরা সব সময়ই তাদের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকি। উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদকে আমরা হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করি। আমাদের সফলতার চাবিকাঠি মানবসম্পদ। উত্তরা ব্যাংক নিয়োগকারী হিসাবে নারী-পুরুষ,আঞ্চলিকতা ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ব্যাংকের মোট জনবল ৩,৮০১ জন। তম্মধ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারী যথাক্রমে ২,৮৯৭ ও ৯০৪ জন। জনবলের সুষম ব্যবহার করে তাদের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩১.১২.২০২০ তারিখে ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের মোট মানব সম্পদের শ্রেনীবিন্যাস ছিল নিম্নরূপঃ

পদবী	সংখ্যা	শতকরা হার
ক) নির্বাহী কর্মকর্তা (এ, জি, এম ও তদুর্ধ্ব)	১৮৫ জন	৪.৮৭%
খ) কর্মকর্তা	২,৪০৩ জন	৬৩.২২%
গ) সহকারী কর্মকর্তা	৩০৯ জন	৮.১৩%
ঘ) অন্যান্য	৯০৪ জন	২৩.৭৮%
মোট	**৩,৮০১ জন**	**১০০.০০%**

নিরীক্ষণ ও পরিদর্শন

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন বিভাগ সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন অনুযায়ী শাখা সমুহের নিয়মিত ও আকস্মিক পরিদর্শন কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। ২০২০ সালে ২৩৯ শাখায় বিশদ পরিদর্শন, ৩৯টি বৈদেশিক লেনদেনের অনুমতি প্রাপ্ত শাখায় ফরেন এক্সচেঞ্জ অডিট, ২৩৯টি শাখা আইসিটি অডিট, ৩ টি DCFCL পরিদর্শণ, ১২টি আঞ্চলিক কার্যালয়সহ প্রধান কার্যালয়ে ৪০টি বিভাগ পরিদর্শন করা হয়। তদপুরি বাংলাদেশ ব্যাংক ১০টি শাখায় বিস্তৃত পরিদর্শন, ০৪টি শাখায় কোর রিস্ক পরিদর্শন, ০৩টি শাখায় বৈদেশিক বানিজ্য পরিদর্শন ও ০৬টি শাখায় বিশেষ পরিদর্শন সম্পন্ন করে। এছাড়াও ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধানগণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তাদের আওতাধীন শাখাসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে থাকেন।

নিরীক্ষক নিয়োগ

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মেসার্স জি, কিবরিয়া এন্ড কোং ও মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মদ্বয়কে যৌথভাবে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। মেসার্স জি, কিবরিয়া এন্ড কোং ও মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মদ্বয় যৌথভাবে ১ জানুয়ারী ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংকের সকল হিসাবপত্র নিরীক্ষণ করেছে।

পরিচালনা পর্ষদের অডিট কমিটি

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বিভিন্ন নিরীক্ষণ বা পরিদর্শন রিপোর্ট এবং তার পরিচালন কার্যক্রম নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনার জন্য পর্ষদের ০৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি অডিট কমিটি গঠন করেছে। ২০২০ সালে এই অডিট কমিটির ১২ (বারো) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল সভায় অডিট কমিটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক দল কর্তৃক উপস্থাপিত নিরীক্ষা রিপোর্ট পর্যালোচনা ছাড়াও আর্থিক বিবরণী ও ব্যালান্সশিট পর্যলোচনা করে এবং উহা আন্তর্জাতিক হিসাব নীতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে অডিট কমিটি বহিঃ নিরীক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথেও মত বিনিময় করেন। যে কোন সম্ভাব্য অঘটন থেকে ব্যাংককে নিরাপদ রাখার জন্যে এই কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। অডিট কমিটি ব্যাংকের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদনও পর্যালোচনা করে।

সভাসমূহ

আলোচ্য বছরে নিম্ন বর্ণিত সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়

সভাসমূহ	**সভার সংখ্যা**	
	২০২০	২০১৯
পরিচালনা পর্ষদ	২৪	২৫
নির্বাহী কমিটি	৪৮	৪৬
অডিট কমিটি	১২	১২
রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি	০৪	০৫

সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম (এসএমটি)

ব্যবস্থাপনা কমিটি উর্ধ্বতন নির্বাহী কর্মকর্তা ও সকল বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয় গঠিত। এর প্রধান হচ্ছেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। কমিটি নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার মিলিত হয়ে পরিচালনা পর্ষদকে নীতিমালা প্রণয়নে এবং তৎকর্তৃক গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নের উপায়/উপকরণ উদ্ভাবনে সাহায্য করে। আলোচ্য বছরে এসএমটি-র ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচালকদের সম্মানী

আলোচ্য বছরে সভায় যোদগানের জন্য স্বতন্ত্র পরিচালকসহ পরিচালকদের সর্বমোট ৫,০১৬,০০০.০০ টাকা সম্মানী হিসাবে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ১১ তারিখ ০৪.১০.২০১৫ মোতাবেক প্রত্যেক পরিচালক প্রতি সভায় যোগদানের জন্য ৮,০০০.০০ (আট হাজার) টাকা করে সম্মানী পান।

Compliance of Section 1.5 (XX) of Notification No. SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44 dated 07 August, 2012.

Board Meeting during the period from 1st January 2020 to 31st December 2020 and attendance by each Director:

Sl No	Name	Position	Total Meeting Held	Attendance
1	Mr. Azharul Islam	Chairman	24	23
2	Mr. Iftekharul Islam	Vice-Chairman	24	16
3	Mrs. Badrunnesa Sharmin Islam	Director	24	23
4	Mr. Arif Rahman	Director	24	23
5	Mr. Asif Rahman	Director	24	23
6	Mr. Md. Kamal Akhtar (Resigned on 19.11.2020)	Independent Director	24	17
7	Mr.Kazi Masudur Rageb	Director	24	24
8	Mr. Waliul Huq Khandker	Independent Director	24	24
9	Col. Engr. M. S. Kamal (Retd.)	Director	24	24
10	Mr. Wasiful Hoq	Director	24	24
11	Mr. Shaikh Abdul Aziz	Director	24	23
12	Mr. Abul Barq Alvi	Director	24	24
13	Mr. Md. Shahiduzzaman	Director	24	24
14	Prof. Iqbal Ahmad (Appointed on 21.07.2020)	Independent Director	24	11
15	Mr. Mohammed Rabiul Hossain	Managing Director	24	24

Compliance of Section 1.5 (XXI) of Notification No. SEC/CMRRCD/2006-58/134/Admin/44 dated 07 August, 2012.

The pattern of shareholdings as on 31.12.2020

a) Parent/ Subsidiary/ Associated Companies and other related parties: Nil

b) Shareholding of Directors:

Sl No	Name	Position	Total Shares held	% of Shares as on 31.12.2020
1	Mr. Azharul Islam	Chairman	25,756,585	5.131
2	Mr. Iftekharul Islam	Vice-Chairman	14,995,381	2.987
3	Mrs. Badrunnesa Sharmin Islam (nominated by Wealth Max Asset Management Ltd)	Director	13,111,062	2.612
4	Mr. Arif Rahman	Director	10,042,006	2.001
5	Mr. Asif Rahman	Director	12,148,103	2.420

6	Mr. Md. Kamal Akhtar (Resigned on 19.11.2020)	Independent Director	-	-
7	Mr.Kazi Masudur Rageb	Director	11,025,424	2.197
8	Mr. Waliul Huq Khandker	Independent Director	-	-
9	Col. Engr. M. S. Kamal (Retd.) (nominated by Blue Sky Asset Management Ltd.)	Director	12,174,964	2.426
10	Mr. Wasiful Hoq (nominated by SBC)	Director	23,764,057	4.734
11	Mr. Shaikh Abdul Aziz (nominated by Sun Flower Asset Management Limited)	Director	10,086,000	2.009
12	Mr. Abul Barq Alvi (nominated by Corporate Stategic Capital Limited)	Director	10,089,690	2.010
13	Mr. Shahiduzzaman (representative of Smart Corporate Solution Ltd.)	Director	10,086,000	2.009
14	Prof. Iqbal Ahmad (Appointed on 21.07.2020)	Independent Director	-	-
15	Mr. Mohammed Rabiul Hossain	Managing Director & CEO	-	-
	Total		153,279,272	30.536

Shareholding of CEO, CFO, Company Secretary & Head of Internal Audit:

1	Chief Executive Officer and his spouse and minor children	Nil
2	Company Secretary and his spouse and minor children	Nil
3	Chief Financial Officer and his spouse and minor children	Nil
4	Head of Internal Audit and his spouse and minor children	Nil

c) Shareholdings of Executives (Top five salaried persons other than the Directors, CEO, CFO, CS and HIA): Nil

d) Shareholders holding 10% or more voting interest in the company: Nil

আর্থিক প্রতিবেদন সম্পর্কে পরিচালকগণের ঘোষণা

পরিচালকগণ গুরুত্ব সহকারে ঘোষনা করছে যে;

ক) ব্যাবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

খ) ব্যাংকে এ্যাকাউন্টিং সংক্রান্ত হিসাব বই বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে।

গ) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকালে যথাযথ এ্যাকাউন্টিং পলিসিগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয়েছে এবং এ্যাকাউন্টিং সংক্রান্ত প্রাক্কলন যুক্তিযুক্ত এবং বিচক্ষণ বিবেচনার ফসল।

ঘ) বাংলাদেশে প্রযোজ্য ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং স্টান্ডার্ড (আই এ,এস)/ ইন্টারন্যাশনাল ফাইনন্সিয়াল রিপোর্টিং ষ্টান্ডার্ড (আই,এফ,আর,এস) যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঙ) ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিপক্ক এবং তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সেগুলো নজরদারীও করা হচ্ছে।

চ) ব্যাংক চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে (Going concern) অব্যাহত থাকার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

উপসংহার

২০২০ সালে পরিচালনা কর্মকান্ডে প্রভূত সাফল্যের জন্য পরিচালনা পর্ষদ মহান আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছেন। পরিচালনা পর্ষদ গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার এবং পৃষ্ঠাপোষকদের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য।

পরিচালনা পর্ষদ সহযোগিতা ও সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবন্ধক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে।

এছাড়া, ব্যাংকের নিরীক্ষক মেসার্স জি, কিবরিয়া এন্ড কোং এবং মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্স ফার্মদ্বয়কে পরিচালনা পর্ষদ নিরীক্ষা ও আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীর কার্যক্রম সময়মত সম্পন্ন করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

সর্বপোরি ব্যাংকের উন্নতির লক্ষ্যে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা, একাগ্র সেবা ও সহযোগিতার জন্য পরিচালনা পর্ষদ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

(আজহারুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান